শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়-দর্শন

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের পত্রিকা

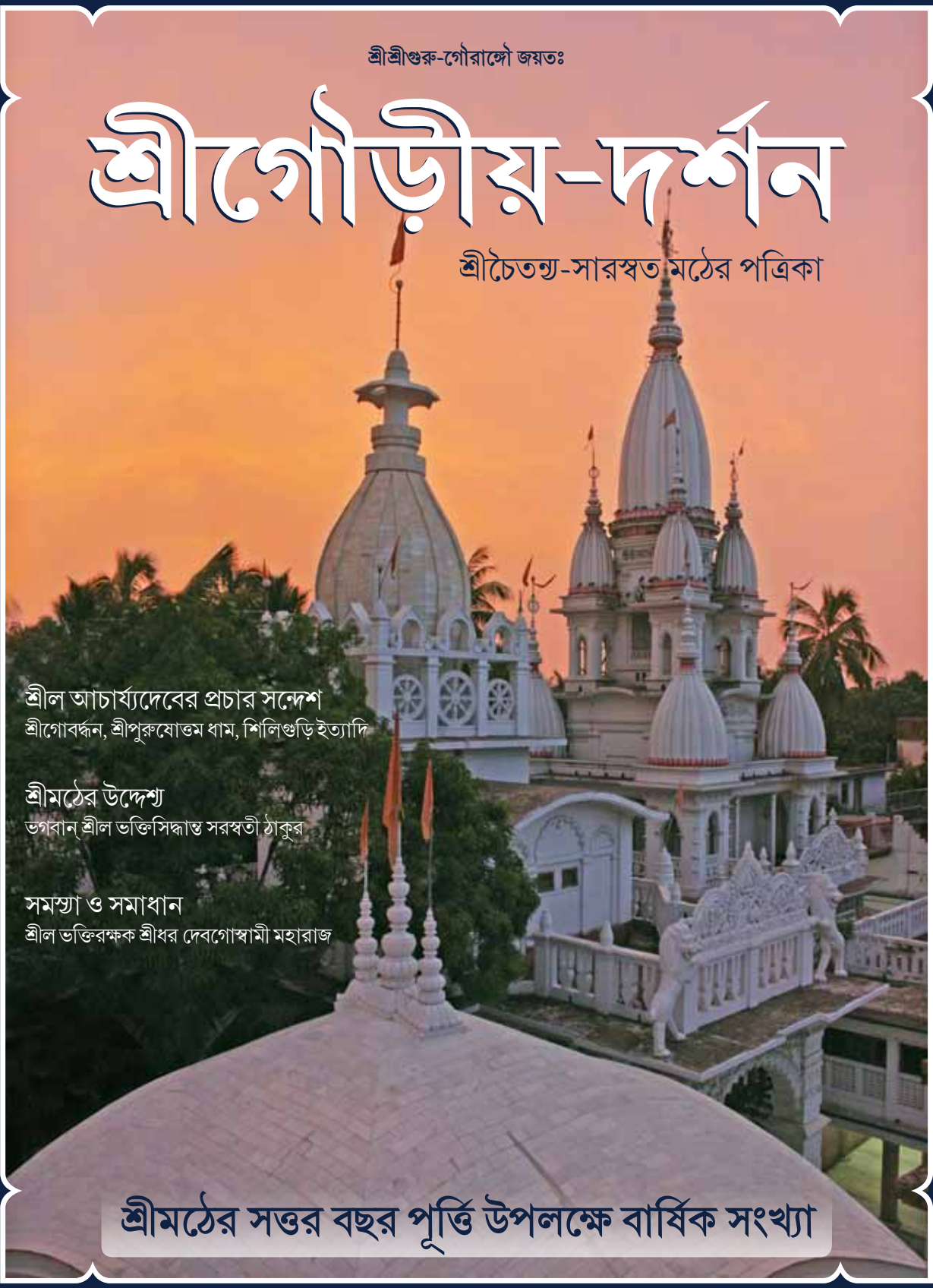

শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচার সন্দেশ
শ্রীগোবর্দ্ধন, শ্রীপুরুষোত্তম ধাম, শিলিগুড়ি ইত্যাদি

শ্রীমঠের উদ্দেশ্য
ভগবান্ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

সমস্যা ও সমাধান
শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

শ্রীমঠের সত্তর বছর পূর্ত্তি উপলক্ষে বার্ষিক সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়-দর্শন

শ্রীমঠের সত্তর বছর বার্ষিক সংখ্যা
৫২৭ গৌরাব্দ; ১৪১৯ বঙ্গাব্দ; ২০১২ খৃষ্টাব্দ
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
কোলেরগঞ্জ, নবদ্বীপ, নাদীয়া

নিখিল-ভুবন-মায়া-ছিন্ন-বিচিন্ন-কর্ত্রী বিবুধ-বহুল-মৃগ্যা-মুক্তি-মোহান্ত-দাত্রী।
শিথিলিত-বিধি-রাগারাধ্য-রাধেশ-ধানী বিলসতু হৃদি নিত্যং ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী॥

নিখিলভুবনমোহিনী মায়াকে ছিন্নবিছিন্নকারিণী,
জ্ঞানিগের সাধ্য মুক্তিরূপ মোহের বিনাশ-কারিণী,
বিধিমার্গের সাধনাকে শিথিল করেরাগমার্গের আরাধ্য রাধারমণের বসতি
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী আমাদের হৃদয়ে সর্ব্বদ বিলাস করুন।

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ও গৌড়ীয়-নবযুগ-প্রবর্ত্তক
বিশ্ববিশ্রুত আচার্য্যভাস্কর অষ্টোত্তরশতশ্রী
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অভিন্ন বিগ্রহ

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ সংস্থাপক
শ্রীরূপানুগাচার্য্যবর্য্য সর্ব্বশাস্ত্র-সিদ্ধান্তবিৎ
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ
কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

তদ্ কৃপাভিষিক্ত রূপানুগ সুসিদ্ধান্ত পারঙ্গত বিশ্ব প্রচারক প্রবর
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠাধ্যপক্ষ
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজের

অনুকম্পায় ও তাঁর মনোনীত
শ্রীমঠের বর্ত্তমান সভাপতি আচার্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচর্য্য মহারাজের

অনুপ্রাণায় শ্রীভক্তিকমল ত্যাগী কর্ত্তৃক সম্পাদিত
এবং শ্রীমহামন্ত্র দাসাধিকারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

যেখানে শুদ্ধ শ্রীরূপানুগধারা—শ্রীভক্তিবিনোদধারা—বিরাজিত, যেখানে নিরস্তকুহক ও বাস্তবসত্যের নিত্যকীর্ত্তন-বন্যা প্রবাহিত, সেইস্থানই গৌড়ীয় মঠ। আর তিনিই একমাত্র গৌড়ীয়-মঠবাসী, যিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বতোভাবে সর্বক্ষণ সেই অন্যাভিলাস-জ্ঞান-কর্ম্ম-অনাবৃত নিরস্তকুহক বাস্তবসত্য কীর্ত্তনকারী। এতাদৃশ গৌড়ীয় মঠের সহিত যেখানে মিল নাই, সেখানে কোন না কোন প্রকারে কুহক প্রবিষ্ট হওয়ায় তাহা নিশ্চয়ই শুদ্ধ গৌড়ীয় মঠের সহিত সর্ব্বতোভাবে সংশ্রব রহিত।

—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর।

সূচীপত্র

শ্রীগুরুদেবের শ্রীপুষ্পসমাধির শুভ উদ্বোধন ২

শ্রীল গুরুদেবের বিগ্রহ প্রকাট্য মহোৎসব ৬

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দণ্ড মহোৎসব ১০

মেদিনীপুর ও গঙ্গাসাগর মন্দির নির্ম্মাণ ১২

ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসীগণ ১৩

দিল্লী প্রচার কেন্দ্র ১৪

শ্রীপুরুষোত্তম ধাম পরিক্রমা ১৬

শ্রীমঠের আদর্শ ১৮

শ্রীমঠের উদ্দেশ্য ২৪
ভগবান্ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

সমস্যা ও সমাধান ২৬
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

সারগ্রহী বৈষ্ণব হন ৩২
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীগুরুদেবের শ্রীপুষ্পসমাধির শুভ উদ্বোধন

শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ ২০১২ খৃস্টাব্দের ৪ই এপ্রিল আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজের দ্বিতীয় বার্ষিক তিরোভব মহোৎসব গোবর্দ্ধনে উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন।

এই বছরে শ্রীগোবর্দ্ধনে আমাদের শ্রীমঠের শ্রীশ্রীধরস্বামী সেবাশ্রমে এই মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে প্রধান প্রধান সন্ন্যাসীগণ এবং হাজার হাজার ভক্তগণের সমাবেশ সেখানে হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্য মহারাজের কঠোর প্রচেষ্টায় ও অন্যান্য

ভক্তবৃন্দের সহযোগিতায় শ্রীপুষ্পসমাধিমন্দির নির্ম্মিত ও শ্রীলগুরুদেবের মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল।

যখন শ্রীল গুরুদেব তাঁহার গুরুদেব শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের নিকট শ্রীবৃন্দানধামে একটি মঠ স্থাপন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন তখন শ্রীল শ্রীধর মহারাজ তাঁহাকে অনুমতি দিয়া বলিয়াছিলেন যে শ্রীগোবর্দ্ধনে একটি মন্দির নির্ম্মাণ কর। তিনি ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন, শ্রীগোবর্দ্ধন শ্রীরূপানুগা বৈষ্ণবের পরম আশ্রয়নিবাস এবং শ্রীগোবর্দ্ধন হইতে তাঁহারা শ্রীরাধাকুণ্ড অন্যান্য স্থানে রাধাকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীল গুরুদেব শ্রীগোবর্দ্ধনে শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের আশ্রম শ্রীশ্রীধরস্বামী সেবাশ্রম এবং শ্রীমঠের ভক্তনিবাস শ্রীদয়িতদাস সেবাকুঞ্জ নামকরণ করিয়াছিলেন। কারণ তিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন, প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ও শ্রীল গুরু মহারাজ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের আশ্রয় ও আনুগত্যে ভক্তগণ নিত্যকাল ধরিয়া রাধাকৃষ্ণের সেবা করিবেন।

যখন শ্রীল গুরুদেব শ্রীগোবর্দ্ধন পরিদর্শন করিতেন তখন তিনি শ্রীমঠের মধ্যস্থ চবুতরায় বসিতেন এবং শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কবিতাসমগ্র ভক্তসমূহে আস্বাদন করিতেন। শ্রীল গুরুদেবের শ্রীপুষ্পসমাধি মন্দির সেই পবিত্র স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং শ্রীমন্দিরবক্ষে উল্লেখিত শ্লোকসমূহে তাঁহার হৃদয়নিঃসৃত সেবার অভিলাষ প্রকাশ পাইয়াছিল।

আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ
কলো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে
প্রাণৈর্ব্রজেন চ বরোরু বকারিণাপি ॥
(বিলাপকুসুমঞ্জলি: ১০২)

"হে বরোরু শ্রীরাধে! সম্প্রতি আমি অমৃতসিন্ধুরূপ আশাসমূহে নিশ্চয় অতিকষ্টে কালযাপন করিতেছি, এখন তুমি যদি আমাকে কৃপা না কর, তবে এ প্রাণ বা ব্রজবাস, অধিক কি শ্রীকৃষ্ণেও আমার কোন প্রয়োজন নাই।"

প্রমদ-মদন-লীলাঃ কন্দরে কন্দরে তে
রচয়তি নবযুনোর্দ্বন্দ্বমস্মিন্নমন্দম্।
ইতি কিল কলনার্থং লগ্নকস্তদ্ দ্বয়োর্মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥
(শ্রীগোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনাদশকম্: ২)

"হে গোবর্দ্ধন ! ব্রজ-নবযুগযুগল আপনার এই প্রতিকন্দরে কন্দর্পোন্মাদজনিত ক্রীড়াসমূহ প্রচুরভাবে অনুষ্ঠান করিতেছেন, এইহেতু তাঁহাদের উভয়ের সেই লীলাসমূহ প্রদর্শনের জন্য মধ্যস্থ হইয়া আপনি আমাকে আপানর নিজ-নিকটে বাসস্থান প্রদান করুন।"

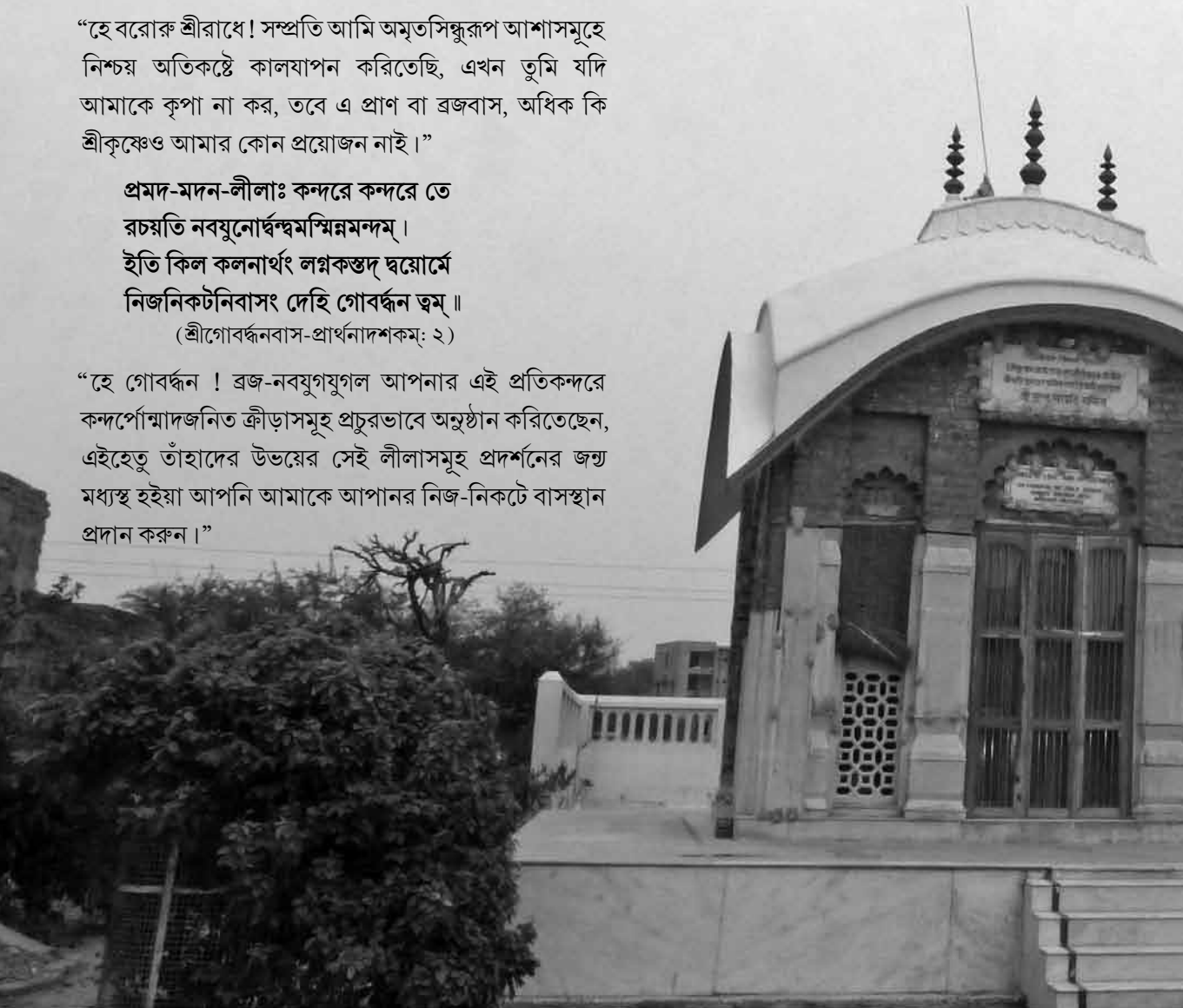

শ্রীল গুরুদেবের

২০১২ খৃস্টাব্দে ৬ জুন শ্রীচৈতন্য-সাতস্বত মঠের শিলিগুড়ি শাখায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গোবিন্দসুন্দর জীউ স্থাপন দিবসের বার্ষিক মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই বছরে শ্রীমঠের বর্ত্তমান সভাপতি আচার্য্য শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ মহোৎসবে উপস্থিত থাকিয়া আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজের শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

বিগ্রহ প্রকাট্য মহোৎসব

শ্রীল আচার্য্য মহারাজ তাঁহার বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়াছিলেন, "শ্রীল গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ শিলিগুড়ি শ্রীমঠ দর্শন করিতে চাইয়াছিলেন। শারীরিক কারণে তিনি তাহা করিতে পারেন নাই। যদি সম্ভব হইত তিনি অল্প কিছু দিনের জন্য থাকিতেন। কিন্তু এখন শ্রীল গুরুদেব কৃপা করিয়া শ্রীমূর্ত্তিরূপে শিলিগুড়িতে আসিয়াছেন এবং নিত্যকাল ধরিয়া তাঁহার সেবার সুযোগ দিয়া ভক্তদের ধন্য করিয়াছেন।"

তিন দিনের এই উৎসবে বাংলার সমস্ত ভক্তগণ শিলিগুড়ি মঠের ভক্তবৃন্দের সঙ্গে যোগদানে শ্রীমঠের নূতন ভক্তনিবাস পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্কাম শান্ত মহারাজ উৎসবের সমস্ত আয়োজন করিয়াছিলেন, এবং তিন দিন ধরিয়া ভক্তরা শ্রীল গুরুদেবের মহিমা কীর্ত্তন ও শহরব্যাপী শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শিলিগুড়ির মেওর সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং হাজার হাজার যাত্রীদের প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দণ্ড মহোৎসব

শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ ২০১২ খৃস্টাব্দের ২রা জুন শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর দণ্ড মহোৎসবে ভক্তবৃন্দের সঙ্গে প্রচার করিয়াছিলেন। ভক্তরা ছয় ঘণ্টা ধরিয়া পাঠ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং হাজর হাজার মানুষকে চিড়া-দই প্রসাদ বিতরণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার বক্তৃতায় শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছিলেন, "এই উৎসবের নাম 'দণ্ড মহোৎসব' কিন্তু এই দণ্ড, অর্থাৎ শাস্তি বা জরিমানা, আসলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আশির্ব্বাদ যাহা দ্বারা শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীমন মহাপ্রভুর পাদপদ্ম ও শ্রীস্বরূপদামোদরের আনুগত্যে অন্তরঙ্গ সেবা পাইয়াছিলেন।"

সেই লীলা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে। সংক্ষেপে, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী সংসার ত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীমন মহাপ্রভুর পাদপদ্মে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিবার প্রার্থনা লইয়া পাণিহাটিতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিকট আসিয়াছিলেন। যখন রঘুনাথ আসিয়াছিলেন তখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সকলের জন্য চিড়া-দই প্রসাদের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। রঘুনাথ একটি বিরাট মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদগণ ও হাজার হাজার পল্লীবাসী সেই চিড়া-দই প্রসাদ পাইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী দিন রঘুনাথ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা নিবেদন করিয়াছিলেন (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য-লীলা ৬।১২৮–১৩৩):

অধম, পামর মুই হীন জীবাধম!
মোর ইচ্ছা হয়,—পাঙ চৈতন্য-চরণ ॥
বামন হঞা যেন চান্দ ধরিবারে চায়।
অনেক যত্ন কৈনু, তাতে কভু সিদ্ধ নয় ॥
যতবার পলাই আমি গৃহাদি ছাড়িয়া।
পিতা, মাতা—দুই মোরে রাখয়ে বান্ধিয়া ॥
তোমার কৃপা বিনা কেহ 'চৈতন্য' না পায়।
তুমি কৃপা কৈলে তাঁরে অধমেহ পায় ॥
অযোগ্য মুই নিবেদন করিতে করি ভয়।
মোরে 'চৈতন্য' দেহ' গোসাঞি হঞা সদয় ॥
মোর মাথে পদ ধরি' করহ প্রসাদ।
নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্য পাঙ—কর আশীর্ব্বাদ ॥"

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীরঘুনাথ দাসকে উত্তরে জানালেন:

শুনি' হাসি' কহে প্রভু সব ভক্তগণে।
ইঁহার বিষয়সুখ—ইন্দ্রসুখ-সমে ॥
চৈতন্য-কৃপাতে সেহ নাহি ভায় মনে।
সবে আশীর্ব্বাদ কর,—পাউক চৈতন্য-চরণে ॥
কৃষ্ণপাদপদ্ম-গন্ধ যেই জন পায়।
ব্রহ্মলোক-আদি-সুখ তাঁরে নাহি ভায় ॥
যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃশ্লোকলালসঃ ॥

শ্রীভাগবতে (৫।১৪।৪৩):

"ভরত মহারাজ উত্তমঃশ্লোক কৃষ্ণকে পাইবার লালসায় যুবা-কালেই হৃদয়গ্রাহিণী পত্নী, পুত্র, সুহৃৎ ও রাজ্যাদি মলবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; —ইহাই জাতভাব পুরুষের বিরক্তি লক্ষণ।"

সেই লীলায় অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে:

- বৈষ্ণবের নিকট যাহা কিছু লব্ধ তাহা নিশ্চয়ই কৃপা।
- শুধুমাত্র শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাপাত্রগণই শ্রীমন মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করিয়া থাকেন।
- ভগবানের কৃপা তাঁহার ভক্তের সেবা দ্বারাই লাভ করা যায়।
- শুধুমাত্র শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা লাভ করিবার পরেই শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর ব্রজগোপীদের প্রেম আস্বাদন সম্ভব হইয়াছিল এবং তৎপরবর্ত্তী কালে শ্রীরূপানুগা সম্প্রদায়ের প্রয়োজন তত্ত্ব আচার্য্য হইয়াছিলেন।

সেই পাঠসমূহ শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের লিখনীতে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত আছে:

যে ভক্তি গোপিকাগণের কহে ভাগবতে।
নিত্যানন্দ হইতে তাহা পাইল জগতে॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত: অন্ত্যখণ্ড, ৫।৩০৩)

মেদিনীপুর

মেদিনীপুরে শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের মন্দির সংস্কার করা হইতেছে এবং একটি নূতন নাট মন্দির নির্ম্মাণ করা হইতেছে।

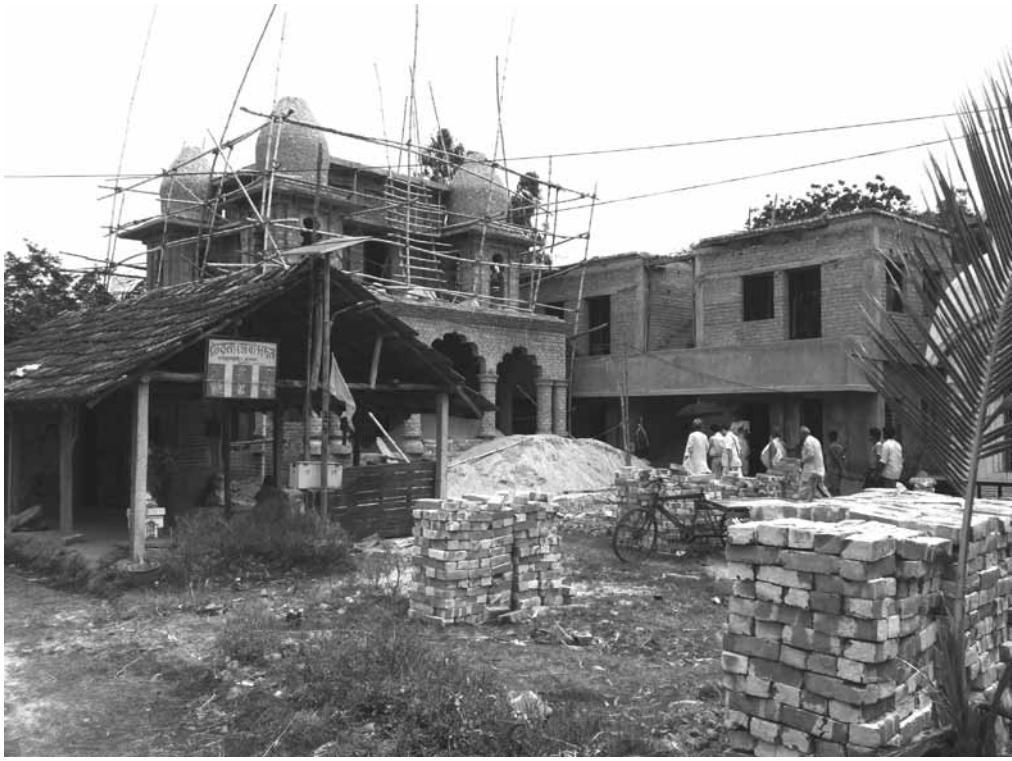

গঙ্গাসাগর

গঙ্গাসাগরে শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের একটি নূতন মন্দির নির্ম্মিত হইতেছে।

ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসীগণ

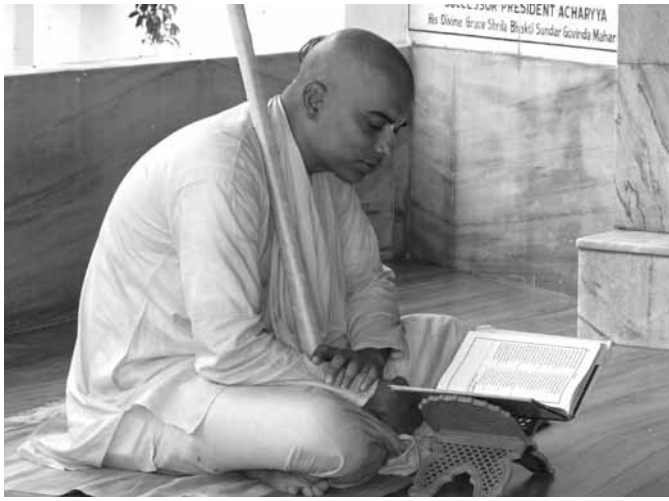

শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ ২০১২ খৃস্টাব্দের ২১শে জুন শ্রীরথযাত্রার দিনে শ্রীপুরুষোত্তম জগন্নাথ প্রভু ও শ্রীরতনকৃষ্ণ প্রভুকে সন্ন্যাস দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বর্ত্তমান নামকরণ হইয়াছে শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান মুনি মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ পদ্মনাভ মহারাজ।

যখন শ্রীমন মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন তিনি শ্রীমদ্ভাগবতমের একটি গানের (অবন্তিপুরস্থিত ব্রাহ্মন কর্ত্তৃক গীত) শেষ পংক্তি গাহিয়াছিলেন:

এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্: ১১।২৩।৫৭)

"অতএব আমি পূর্ব্বতম মহর্ষিগণের সেবিত এই পরমাত্মজ্ঞান অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মসেবাদ্বারাই অনন্ত অপার অজ্ঞান উত্তীর্ণ হইব।"

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁহার বিবৃত্তিতে উল্লেখ করিয়াছিলেন:

"অদ্বিতীয় বস্তুতে নিষ্ঠা-ক্রমে অনাত্ম-প্রতীতিরূপ মিশ্রভাব বিগত হইলে নির্ম্মল জীবাত্মা আপনাকে নিত্য ভগবৎসেবক বলিয়া জানিতে পারেন। আবন্তিক ভিক্ষু দুষ্পার ইন্দ্রিয়জজ্ঞানজন্য বিচার অতিক্রম করিবার মানসে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভগবদ্ভক্তগণ যে ভক্তিপথে অগ্রসর হইয়া নিজ ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন তাহার অনুসরণপূর্ব্বক নিত্যমঙ্গল লাভ করিবেন,—ইহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলেন এবং আনুগত্য-ধর্ম্মক্রমে আত্মবৃত্তি কৃষ্ণভক্তিতে অবস্থিত হইলেন।"

জৈবধর্ম্ম অনুশীলন দ্বারাই আত্মার চরম মঙ্গল সিদ্ধ হয়।

শ্রীপাদ মুনি মহারাজ এবং শ্রীপাদ পদ্মনাভ মহারাজ সেই চরম আদর্শে নিজেদের উৎসর্গ করিয়া কায়মনবাক্যে প্রচার কার্য্য ও জ্বালাময় সংসার মধ্যস্থিত জীবসমূহকে পরিত্রাণের জন্য সেই দিব্যজ্ঞান বিতরণে ব্রতী হইয়াছেন।

দিল্লী প্রচার কেন্দ্র

শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ এই বছরে নিউ দিল্লীতে শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের একটি নূতন প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। পাহার গঞ্জে শ্রীল শ্রীধর গোবিন্দ সুন্দর ভক্তিযোগ কালচারাল সেণ্টার সপ্তাহে দুই দিন সর্ব্বস্তরের মানুষের জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সেখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্যধন ও শ্রীরূপানুগা গুরুবর্গের উপদেশ সর্ব্বসমক্ষে প্রদান করা হয়।

শ্রীপুরুষোত্তম ধাম পরিক্রমা

শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ ২০১২ খৃস্টাব্দের জুন মাসে শ্রীরথযাত্রার প্রারম্ভে একশত ভক্তবৃন্দ লইয়া সপ্তাহব্যাপী শ্রীজগন্নাথদেবের ধাম পরিক্রমা করিয়াছিলেন। তিনি ভক্তসঙ্গে তোটা গোপীনাথ মন্দির শ্রীল হরিদাস ঠাকুর সমাধি, সিদ্ধ বকুল, গম্ভিরা, গুণ্ডিচা মন্দির ইত্যাদি দর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীরথযাত্রার দিনে শ্রীল আচার্য্য মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিপ্রপন্ন তীর্থ মহারাজ অন্যান্য ভক্তবৃন্দ সঙ্গে অনবরত বর্ষণের মধ্যে ছয় ঘণ্টা ধরিয়া শ্রীজগন্নাথদেবর সন্মুখে নামসংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

যখন শ্রীমন মহাপ্রভু শ্রীরথযাত্রার সময় ভক্তদের সঙ্গে বিহার করিয়াছিলেন তখন তিনি শ্রীজগন্নাথদেবের সন্মুখে এই প্রার্থনা নিবেদন করিয়াছিলেন:

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত: মধ্যলীলা, ১৩।৮০)

"আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় রাজা নই, বৈশ্য বা শুদ্র নই, অথবা ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বানপ্রস্থ নই, সন্ন্যাসীও নই; কিন্তু উন্মীলিত নিখিল পরমানন্দপূর্ণ অমৃত-সমুদ্ররূপ শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাসানুদাস বলিয়া পরিচয় দিই।"

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের ভক্তবৃন্দ শ্রীমন মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন যাত্রা পালনে ও প্রত্যেকে তাঁহাদের পরমার্থিক পরিচয় হৃদয়ঙ্গম করিবার মধ্য দিয়া শ্রীমন মহাপ্রভুর ভাবধারা সারা বিশ্বে বিতরণের উদ্দেশ্যে প্রতি বছরে শ্রীরথযাত্রায় অংশগ্রহণ করিয়া থাকেন।

শ্রীমঠের আদর্শ

সত্তর বছর পূর্ব্বে ১৯৪১ খৃস্টাব্দে শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি একটি শ্লোক রচনা করিয়া উহার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন কিরূপ আদর্শে তাঁহার মঠ গড়িয়া উঠিবে।

শ্রীমচ্চৈতন্য-সারস্বত-মঠবর উদঙ্গীতকীর্ত্তির্জয়শ্রিং
বিভ্রৎ সংভাতি গঙ্গতঠ-নিকঠ নবদ্বীপ-কোলাদ্রি-রাজে।
যত্র শ্রীগৌর-সরস্বত-মতনিরতা শ্রীগৌরগাথা গৃণন্তি
নিত্যং রূপানুগ-শ্রীকৃতমতি-শুরু-গৌরাঙ্গ রাধাজিতাশা॥

(শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ)

"যে পরম রমণীয় দিব্য-আশ্রমে শ্রীগৌর-সরস্বতীর মতানুরক্ত অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন-তৎপর নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণ নিত্যকাল সপার্ষদ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গোবিন্দসুন্দর-গণের প্রেমসেবন তৎপরতায় আশাবন্ধ হৃদয়ে অফুরন্ত মাধুর্য্যোজ্জ্বল প্রেম-সম্পদের ভাণ্ডারী শ্রীশ্রীরূপরঘুনাথের পরমানুগত্যে নিরন্তর মহাবদান্য অবতারীভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের নামগুণানুকীর্ত্তন করিয়া থাকেন, দিব্যচিন্তামণিধাম শ্রীবৃন্দাবনাভিন্ন নবদ্বিপধামে পাতিতপাবনীভগবতী ভাগীরথীর মনোরম তটনিকতটবর্ত্তী গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনাভিন্ন কোলদ্বীপে দেদীপ্যমান এই মঠরাজবর্য্য শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ তাঁহার ক্রমবিবর্দ্ধনাম উদগীতকীর্ত্তির উড্ডীয়মান বিজয় কারিয়া জয়শ্রী ধারন পূর্ব্বক নিত্য বিরাজমান রহিয়াছেন"।

(শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ দ্বারা অনূদিত)

'শ্রীমঠ' কি?

মঠন্তি বসন্তি ছাত্র যস্মিন ইতি মঠঃ—যেখানে শিষ্যগণ আচার্য্যের আনুগত্যে বসবাস করেন উহাই মঠ। অতীতে 'মঠ' বলিতে মন্দিরকেই বোঝনো হইত। বর্ত্তমানে অধিকাংশ মঠ প্রতিষ্ঠানে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যেখানে জড়বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে কিন্তু মঠ মূলতঃ ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠান যেখানে ঠাকুরের সেবার দ্বারা জৈবধর্ম্ম সাধিত হয়।

ভগবান্ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বিশেষতঃ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু প্রদেয় পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ শুদ্ধভক্তাঙ্গের অনুশীলনের জন্য বিভিন্ন মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন।

সাধুসঙ্গ, নামসংকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত: মধ্যলীলা, ২২।১২৪–৫)

তাঁহার শ্রীমঠের মর্যাদা রক্ষণ ও তাহা নিশ্চিত করিবার নিমিত্তে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর যুক্তবৈরাগ্যের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো দৃঢ়ভাবে প্রচার করিয়াছিলেন।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্থমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু: পূর্ব্ব-বিভাগ, ২।১৫৩–৪)

"কৃষ্ণেতর বিষয়াসক্তিশূন্য হইয়া এবং কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্বন্ধ করিয়া তদীয় সেবানুকূল বিষয়মাত্র গ্রহণ করিলে তাহাকেই যুক্তবৈরাগ্য বলে। ভগবৎসম্বন্ধীয় বস্তুতে প্রাকৃত বুদ্ধি করতঃ মুমুক্ষুদিগের তাহা পরিত্যাগ করাকে 'ফল্গুবৈরাগ্য' বলে।"

তিনি এই সমস্ত শ্লোকগুলি সুস্পষ্টরূপে বাংলা কবিতায় রূপ দিয়াছিলেন।

শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল,
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়-সমূহ সকলি 'মাধব'॥

ভাবার্থে, শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর তেমন পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছিলেন যেখানে সব কিছু শুধুমাত্র ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার হইতে পারে এবং কোনো কিছু খেয়ালখুশিমতো উপভোগ করিবার জন্য নয়।

মঠবাসী ভক্তবৃন্দ অনুভব করিয়া থাকেন যে এই জগতে সমস্ত উপাদান ঠাকুরের সেবার উপকরণ মাত্র। তাঁহারা কোনো প্রকার ভোগ্য উপলব্ধি না রাখিয়া ঠাকুরের সেবার জন্য সবকিছুই ব্যবহার করিয়া থাকেন। এইভাবে যদিও সেবার নিমিত্ত সবকিছুই তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হয় তবুও তাঁহারা শরণাগত ও নিষ্কিঞ্চন হইয়া ঠাকুরের সেবা করিয়া থাকেন।

গ্রাম্যকথা, পরচর্চা, দোষানুসন্ধান, নিন্দা, কপটতা, অলসতা, অহংকার, স্বার্থতা, ভোগ লোলুপতা ইত্যাদির

শ্রীমঠে কোনো স্থান নাই। মঠবাসী ভক্তবৃন্দ তাঁহাদের প্রদেয় সেবায় এতটাই নিমগ্ন থাকেন যে অন্যান্য ভোগ বিলাসের সমান্যতম ইচ্ছাটুকুও সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়া যায়। অধিকন্তু, শ্রীহরিনামরূপ পুঁথিতে নিবদ্ধ শ্রীমন মহাপ্রভু প্রদত্ত চার রত্ন তাঁহারা কণ্ঠে ধারণ করেন।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥
(শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতঃ আদিলীলা, ১৭।৩১)

"যিনি তৃণাপেক্ষা আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন , যিনি তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হন, নিজে মানশূন্য ও অপর লোককে সম্মান প্রদান করেন, তিনিই সদা হরিকীর্ত্তনের অধিকারী।"

মঠবাসী ভক্তবৃন্দ পরস্পরের সরলতা বিশ্বাসকে মর্যাদা দিয়া, কার্যকলাপকে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়া পরস্পরের

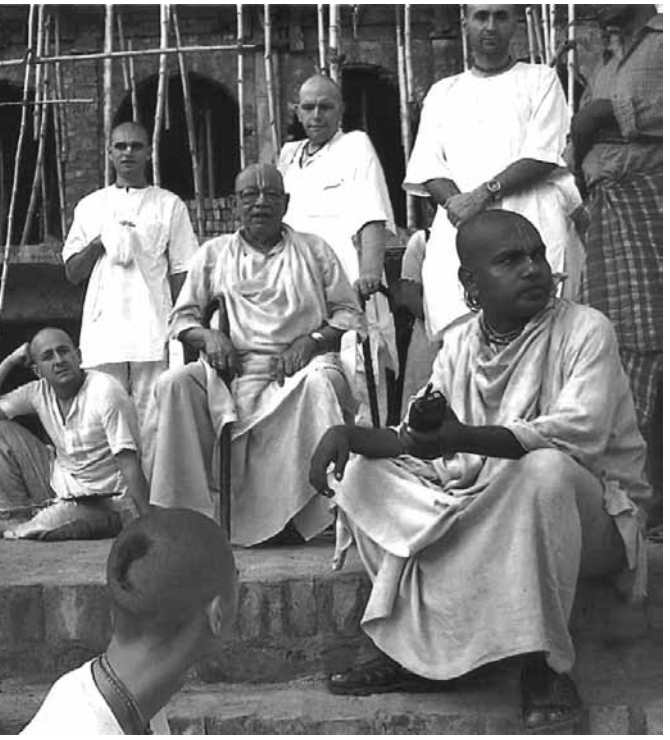

আদর্শকেই বিচার করিয়া সর্ব্বদা সঙ্গবদ্ধ হইয়া ভজন করিয়া থাকেন। তাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বস্ত সজ্জনদের পরিপূর্ণ পবিত্রকরণে ঈশ্বরের শক্তিকে বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥
(শ্রীমদ্ভাগবতঃ ১১৬৫।৪২)

"যিনি অন্যভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বয়ং হরির পাদমূল ভজন করেন, সেই কৃষ্ণপ্রিয় ব্যক্তির যদি কখনও বিকর্ম্ম (পাপ) কোন প্রকারে উৎপতিত হয়, পরমেশ্বর হরি তাঁহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট থাকিয়া সেই পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকেন।"

মঠবাসী ভক্তবৃন্দ নিজস্ব সমস্যা লইয়া কখনই চিন্তিত হন না। এমনকি যদিও তাঁহাদের সঙ্গে ন্যায় অন্যায়, সম্মান বা অসম্মান, হৃদ্রতা অথবা ঘৃণ্য আচরণ যাহাই হউক না কেন তাঁহারা নিষ্ঠা সহকারে গুরুবৈষ্ণবের সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহারা গভীরভাবে বিশ্বাস করেন যে মঠবাসী অন্যান্য ভক্তবৃন্দের অন্তরে শ্রীগুরু ও ঈশ্বরের উপস্থিতি বিদ্যামান এবং সেই জন্য উহাদের 'প্রভু' বলিয়া সম্বোধন করিয়া হৃদয় দিয়া সেবা কারিয়া থাকেন। একই সময়ে, তাঁহারা কখনই সমর্থন করেন না যে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব ব্যাতীত অন্য কাহারও দ্বারা শ্রীমঠের সম্পদ ব্যবহৃত হউক। তাঁহারা শ্রীহরিগুরবৈষ্ণব বিদ্বেষীকে শ্রীমঠে প্রশ্রয় দেন না এবং নাস্তিক অধম কর্ত্তৃক ঠাকুরের সম্পদ বিনষ্ট হইবার প্রয়াস হইতে শ্রীমঠকে রক্ষা করিয়া থাকেন।

'কৃষ্ণ সন্তোষ!' অর্থাৎ সবকিছুই কৃষ্ণের তুষ্টির জন্য— একমাত্র ইহাই মঠবাসী ভক্তবৃন্দের হৃদয় উচ্ছ্বসিত বার্ত্তা।

মঠবাসী ভক্তবৃন্দ অন্তরে ও বাহিরে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের নিমিত্ত সংগ্রাম করেন।

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্ ॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতঃ অন্ত্যলীলা, ২০।১২)

"চিত্তরূপ দর্পণের মার্জ্জনকারী, ভবরূপ মহাদাগ্নির নির্ব্বাণকারী, জীবের মঙ্গলরূপ কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণকারী, বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ, আনন্দ সমুদ্রের বর্দ্ধনকারী, পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদনস্বরূপ এবং সর্ব্বস্বরূপের শীতলকারী শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন।"

তাঁহারা নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন যে শ্রীমঠে যোগদানের পূর্ব্বে তাঁহাদের জীবনকাল সম্পূর্ণরূপে বৃথা অতিবাহিত হইতেছিল।

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে ॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত: মধ্যলীলা, ২২।১৬)

"হে ভগবন্, কামাদির কতপ্রকার দুষ্ট আদেশই আমি পালন করিয়াছি। তথাপি আমার প্রতি তাহাদের করুণা এবং আমার লজ্জা ও উপশান্তি হইল না। হে যদুপতে! আপাততঃ আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সদ্বুদ্ধি লাভ করতঃ তোমার অভয়চরণে শরণাগত হইলাম। তুমি এখন আমাকে আত্মদাস্যে নিযুক্ত কর।"

তাঁহাদের নিজ অহংকারই তাঁহাদের একমাত্র প্রতিবন্ধকতা।

অহঙ্কারনিবৃত্তানাং কেশবো নহি দূরগঃ।
অহঙ্কারযুতানাং হি মধ্যে পর্ব্বতরাশয়ঃ ॥
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

"ভগবান্ কেশব জড়াভিনিবেশমুক্ত ব্যক্তিগণের নিকটেই থাকেন; কিন্তু অহঙ্কারী ব্যক্তিগণ ও তাঁহার মধ্যে বহু পর্ব্বতপ্রমাণ ব্যবধান বিদ্যমান।"

জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষাই ঈশ্বরের কৃপা—ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত।

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত: ১০।১৪।১৪)

"যিনি তোমার অনুকম্পা লাভের আশয়ে স্বকর্ম্মের মন্দ ফল ভোগ করিতে করিতে মন, বাক্য ও শরীরের দ্বারা তোমাতে ভক্তি বিধান করিয়া জীবন যাপন করেন, তিনি মুক্তিপদে দায়ভাক্ অর্থাৎ তিনি মুক্তিপদ লাভ করেন।"

ঈশ্বরের কৃপা অহৈতুকী—ইহাই তাঁহাদের হৃদ্গত প্রত্যাশা।

অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং সরণং ব্রজেম ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত: ৩।২।২৩)

"অহো! এই বকাসুর-ভগ্নী অসাধ্বী পূতনা যাঁহাকে বধ করিবার জন্য স্তনকালকূট পান করাইয়া ধাত্রীযোগ্যা গতি লাভ করিয়াছিল, সেই শ্রীকৃষ্ণ বিনা আর কোন দয়ালুর শরণাপন্ন হইতে পারি?"

তাঁহারা দৃঢ় নিশ্চিত যে শ্রীগুরুবৈষ্ণব দ্বারাই ঈশ্বরের কৃপা লাভ করা সম্ভব।

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত: ৭।৫।৩২)

"যাবৎ মানবদিগের মতি নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তদিগের পদধুলি দ্বারা অভিষিক্ত না হয়, তাবৎ তাহা অনর্থ নাশক কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না।"

তাঁহারা শ্রীগুরুবৈষ্ণব আনুগত্যে জীবন নির্বাহ করেন এবং বিশ্বাস করেন যে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শরণাপন্ন না হইলে কৃষ্ণসেবা লাভ করা যাইবে না।

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ নমে ভক্তশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥
(আদিপুরাণ)

"হে পার্থ, যাঁহারা কেবল আমারই ভক্ত, তাঁহারা বস্তুতঃ আমার ভক্ত নয়; কিন্তু যাঁহারা আমার ভক্তের ভক্ত, তাঁহাদিগকেই আমার 'উত্তম ভক্ত' বলিয়া জানি।"

তাঁহাদের বিশ্বাস যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার চরণে সকলকে আহ্বান করিয়া আশ্রয় দেন।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥
(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা: ৭।১৪)

"এই ত্রিগুণময়ী আমার মায়াশক্তি অতীব দুরতিক্রমণীয়া, তথাপি যাঁহারা একমাত্র আমারই শরণাগত হন, তাঁহারাই এই দুস্তরা মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন।"

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥
(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা: ১৮।৬৬)

"সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়া একমাত্র আমারই শরণ লও। আমি তোমাকে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত করিব, তুমি শোক করিও না।"

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মম ॥
(রামায়ণ: লঙ্কাকাণ্ড, ১৮।৩৩)

"আমার ব্রত এই যেই, যদি কেহ প্রকৃত-প্রস্তাবে প্রপন্ন হইয়া একবারও 'তোমার আমি' এই কথা বলিয়া আমার অভয় যাচ্ঞা করে, তাহা হইলে আমি তাহাকে তাহা সর্ব্বদা দিয়া থাকি।'\

তাঁহাদের সিদ্ধান্ত হইল যে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতি তাঁহাদের কোনো কর্ত্তব্য নাই।

যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্ ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত: ৪।২৯।৪৬)

"যে-কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে যখন আত্মভাবিত ভগবান্ হৃদয়ে প্রেরণা দ্বারা অনুগ্রহ করেন, তখন তিনি লোক ও বেদের প্রতি যে পরিনিষ্ঠিত বুদ্ধি, তাহা পরিত্যাগ করেন।"

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তুম্ ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত: ১১।৫।৪১)

"যিনি পার্থিব কর্ত্তব্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বস্বরূপে শরণ্য মুকুন্দের শরণাপন্ন হইয়াছেন, হে রাজন্ তিনি দেবতা, ঋষি, অন্যপ্রাণী, আত্মীয়, মনুষ্য ও পিতৃগণের নিকট আর ঋণী থাকেন না।"

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত: ১১।৫।৪১)

"যেরূপ তরুর মূলে জল সেচন করিলে, সেই তরুর স্কন্ধ, ভুজ, উপশাখা প্রভৃতি সকলেই তৃপ্তি লাভ করে, এবং প্রাণের তৃপ্তিতেই যতরূপ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলেই সমস্ত দেবতাদিগের পূজা হইয়া যায়।"

শ্রীমঠের প্রতিটি বস্তুতে তাঁহারা ঈশ্বরের উপস্থিতি দেখিয়া থাকেন, তাহা প্রস্তর স্তম্ভ বা বিশ্বস্ত বৈষ্ণব যাহাই হউক না কেন।

ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে ॥

"এদিকে নৃসিংহ, ওদিকে নৃসিংহ, যেখানে যেখানে যাই, সেইখানে নৃসিংহ, বাহিরে নৃসিংহ, আর হৃদয়ে নৃসিংহ,—এবম্বিধ সেই আদি-নৃসিংহের আমি শরণাপন্ন হইলাম।"

মায়ার নিকট তাঁহারা অনাসক্ত।

পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেন চ ॥
কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।
বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত: ১১।২৮।১,৪)

শ্রীউদ্ধব নিকট শ্রীভগবান্ কহিলেন,—"প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনে বিশ্বকে একস্বরূপ দেখিয়া পরের স্বভাব ও কর্ম্ম কখনও প্রশংসা বা গর্হণ করিবেন না। দ্বৈতবস্তুর অবাস্তবতা-হেতু বাক্য দ্বারা উদিত এবং মনঃ কর্ত্তৃক ধ্যাত সমস্তই 'অনৃত'; অতএব তাহাতে ভদ্রই বা কি আর অভদ্রই বা কি?"

ভগবৎসেবা অধিকারই তাঁহাদের ইচ্ছা।

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
মমাত্মভূয়ায় চা কল্পতে বৈ ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত: ১১।২৮।১৪)

"মরণশীল জীব যখন সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাকে আমার (ভগবানের) প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করিয়া আমার ইচ্ছায় ক্রিয়া করিয়া থাকেন, তখন অমৃত্ব লাভ

করিয়া আমার সহিত একযোগে চিৎস্বরূপ রসভোগে যোগ্য হন।”

ভগবৎপ্রসাদই তাঁহাদের একমাত্র সম্বল।

ত্বয়োপভবক্তস্রগ্গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি॥
(শ্রীমদ্ভাগবত: ১১।৬।৪৬)

“তোমাকে মালা, গন্ধ, বস্ত্র, অলঙ্কার ইত্যাদি যাহা অর্পিত হইয়াছে, তাহাতে ভূষিত হইয়া তোমার দাসস্বরূপ আমরা তোমার উচ্ছিষ্টসকল ভোজন করিতে করিতেই তোমার মায়াকে জয় করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হইবে।”

সম্পূর্ণ শরণাগতিই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য।

ভগবদ্ভক্তিতঃ সর্ব্বমিত্যুৎসৃজ্য বিধেরপি।
কৈঙ্কর্য্যং কৃষ্ণপাদৈকাশ্রয়ত্বং শরণাগাতিঃ॥
(শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্: ১।৩৫)

“শ্রীভগবানের সেবাদ্বারাই সমস্ত সিদ্ধি হয়—এই প্রকার বিশ্বাস চালিত হইয়া শাস্ত্রবিধিরও দাসত্ব প্রত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে একমাত্র কৃষ্ণপাদপদ্মাশ্রয়কেই শরণাগতি কহে।”

বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়াম্বা
গতিরিহ ন ভবত্তঃ কাচিদন্যা মমাস্তি।
নিপততু শতকোটির্নির্ভরং বা নবাম্ভ-
স্তদপি কিল পয়োদঃ স্তূয়তে চাতকেন॥

“হে দীনবন্ধো, আমার প্রতি দণ্ডই বিধান কর বা দয়াই কর, এ সংসারে তোমা ভিন্ন আমার অন্য কোন গতি নাই। বজ্রপতনই হউক বা প্রচুর নবাম্বুধারা-বর্ষণই হউক, চাতক সর্ব্বদা মেঘেরই স্তুতি গান থাকে।”

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥ ৪৭

“এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ আলিঙ্গন পূর্ব্বক পেষণ করুন অথবা অদর্শন দ্বারা মর্ম্মাহতই করুন; যিনি লম্পটপুরুষ, আমার প্রতি যেরূপই বিধান করুন না কেন, তিনি অপর কেহ ন’ন, আমারই প্রাণনাথ।”

তাঁহাদের প্রার্থনা সম্পূর্ণরূপে হৃদগত।

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥২৯

“হে জদগীশ, আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি না; আমি মনে এই কামনা করি যে, জন্মে জন্মে আপনাতেই আমার অহৈতুকী ভক্তি হউক।”

বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছায়ে আমার।
সেই মত প্রীতি হউক চরণে তোমার॥

অপরের সঙ্গই তাঁহাদের আনন্দ।

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা: ১০।৯)

“আমাতে নিবেদিতাত্মা ও মদাত্মভূত ভক্তগণ পরস্পর আমার কথা অলোচনা ও আমার সম্বন্ধীয়-ভাবের আদান প্রদান করিতে করিতে সর্ব্বদা স্বরূপগত বাৎসল্য মাধুর্য্যাদি রস আস্বাদন করিয়া পরিতোষ লাভ করেন।”

শ্রীমঠের উদ্দেশ্য

ভগবান্ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

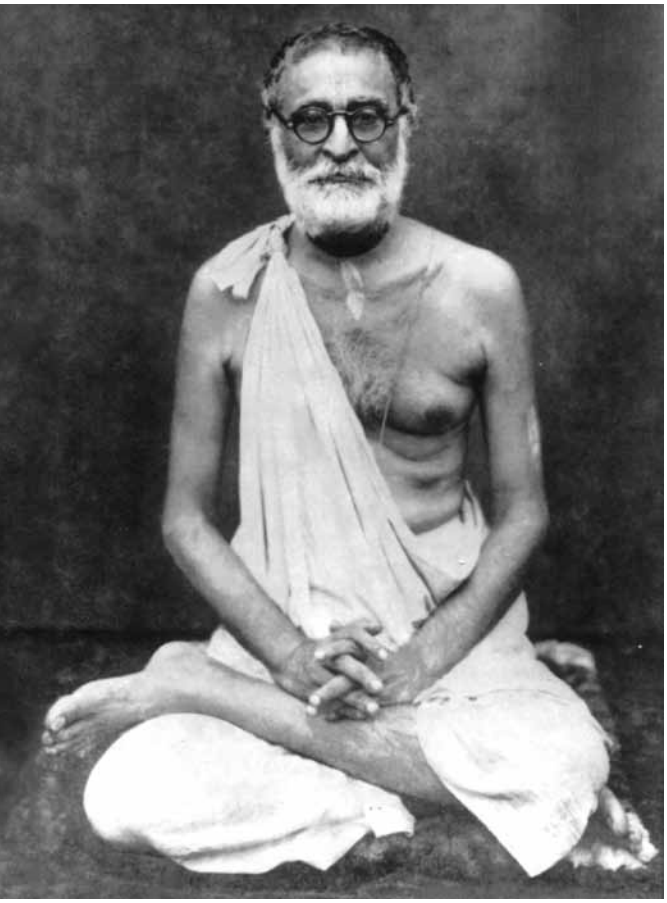

প্রঃ গৌড়ীযমঠ কি বলেন ?

উঃ "Back to God and Back to Home" is the message of Gaudiya Math. ভগবানের কাছে চল, গৃহে ফিরে চল—ইহাই গৌড়ীয়মঠের কথা।

শুদ্ধভক্তির কথা—মহাপ্রভুর কথা জগতে প্রচার করিবার জন্যই গৌড়ীয়মঠের অবতার।

মহাপ্রভুর অমূল্য উপদেশ ও শিক্ষাই গৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয়। শ্রীমদ্ভাগবতের কথাই তাঁহারা নিজে আচরণ করিয়া বিশ্বে প্রচার করেন। তাঁহারা আচারবান্ প্রচারক।

প্রঃ কাহারা মঠে বাস করিবেন ?

উঃ আমাদের মঠে কসরত-ওয়ালাদের বাসের প্রয়োজন নাই, বাবু-ভায়াদের বাসের প্রয়োজন নাই, হরিভক্তেরাই মঠে বাস করিবেন।

যে-সব শিশ্নোদর-পরায়ণ অর্থাৎ লম্পট ও পেটুক ব্যক্তি মঠে আশ্রয় লইয়াছে, তাহাদিগকে একে একে বিদায় দিলে মঠের খরচা কমিয়া যাইবে, জগজ্জঞ্জাল কমিবে।

যে সকল ব্যক্তি মঠের আচার-বিচার পালন করে না, যাহাদের গুর্ব্বানুগত্য ও দৈন্য নাই, সেই স্বতন্ত্র দাম্ভিকগণকে ঘরে পাঠাইয়া দিতে হইবে। তাহাতে আমাদের লোক কমিয়া যায়, সেও ভাল। যাহারা হরিভজন করিবে না, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা এবং কনক-কামিনীই যাহাদের আকাঙ্ক্ষণীয়, তাহাদিগকে মঠে রাখা হইবে না; যেহেতু তাহারা অন্তরে মঠ-বিরোধী। আমি মঠে অনেকদিন আছি, মঠের অনেক কাজ করিয়াছি,তজ্জন্য ভাল খাবো, ভাল পরবো, মোড়লি করবো, প্রচুর সম্মান চাইএবং মঠে প্রভুত্ব-পরিচালনারূপ প্রচুর share পাওয়া আবশ্যক, এরূপ ভক্তিবিরোধী বিচারকে আদৌ প্রশ্রয় দিতে হইবে না। সংশয়, পরনিন্দাও পরচর্চ্চা করিতে করিতে জীবের ঐ সব অসুবিধা আসে।

আমি বড় ওস্তাদ, আমি বড় বুদ্ধিমান, আমি ভাল বক্তা, আমি ভাল গায়ক—এসব ভক্তিবিরুদ্ধ বিচারে প্রমত্ত হইতে হইবে না। আমাদিগকে তৃণাদপি সুনীচ হইতে হইবে। আমাকে যদি কেউ আক্রমণ করে বাআমার নিন্দা করে, তখন আমার তাহা সহ্য ক'রে হরিনাম করা উচিত। আমার তখন জানা উচিত যে, আজ ভগবান্ কৃপা ক'রে আমাকে তৃণাদপি সুনীচ হ'বার অবসর প্রদান ক'রেছেন। যখন কেউ ব্যক্তিগতভাবে আমাকে গালি গালাজ করতে থাকবে তখন আমি জানবো— যে সকল লোক অসুবিধায় পড়বে ভগবান্ তা'দের দ্বারা আমার মঙ্গল ক'রে দিতেছেন।

প্রঃ মঠ করিয়া থাকাই কি আমাদের কার্য্য ?

উঃ নিজে মঠ করিয়া আরামে থাকিবার জন্য ব্যস্ত না হইয়া জীবন্ত মঠ করিতে যত্নপর হওয়াই বুদ্ধিমত্তা। কোন একটি শ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মে আকৃষ্ট করিতে পার, তবেই জীবন্ত মঠ করা হইবে। গুরুর মাহাত্ম্য ও গুরুসেবার

কথা বলিয়া জীবগণকে গুরুপাদপদ্মে আকৃষ্ট করাই সবচেয়ে মঙ্গলকর কার্য্য। এজন্য গ্যালন গ্যালন রক্ত ব্যয় করিলে গুরুকৃষ্ণ অবশ্যই প্রসন্ন হইবেন। সুতরাং এরূপ জগন্মঙ্গলকরকার্য্যে কায়মনোবাক্যে ব্রতী হওয়াই বুদ্ধিমত্তা ও জীবনের সার্থকতা।

হরিকীর্ত্তনমুখরিত ভগবৎসেবাময় মঠ সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ। এজন্য মঠবাসই ধামবাস। মঠে হরিকথা আলোচনা প্রবল থাকিবে। খাওয়া-থাকার জন্য মঠ করিয়া লাভ নাই। হরিকথাপ্রচারার্থই মঠ করা প্রয়োজন। তাহাতে নিজের ও অপরের মঙ্গল হইবে।

গুরুনিষ্ঠ ভক্তই জীবন্ত সাধু বা Living source. এরূপ জীবন্ত সাধুর নিকটেই হরিকথা শুনিতে হইবে। তাহা হইলে আমরাও গুরুদেবতাত্মা হইতে পারিব।

গুরুনিষ্ঠাহীন বা গুরুসেবাবঞ্চিত ব্যক্তি জীবন্মৃত। এরূপ অবৈষ্ণবের সঙ্গ করা উচিত নয়। তাহাতে অমঙ্গলই হয়।

প্রঃ কাহার সহিত মঠের সম্পর্ক নাই?

উঃ যিনি দিব্যজ্ঞানের অপব্যবহার করিবার মানসে কপটতার বশবর্ত্তী হইয়া মঠের আশ্রয় গ্রহণ বা আনুগত্য স্বীকার করেন, তাঁহার সহিত মঠের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না বা নাই।

নদী পার হ'বার জন্য যেমন একটা নৌকা, একটা মাঝি রাখতে হয়, সেরূপ একটা গুরু রাখারও দরকার—এরূপভাবেই এ-সকল লোক আমাকে গুরু ক'রেছে। এরা আমাকে কোন দিনই দেখে নাই, আমিও কোন দিনই তা'দের সঙ্গ করি নাই। জীবনের শেষ ক'টা দিনও এদের আর সঙ্গ করবো না। এই সব কপট লোক পূর্ব্ব হ'তে কপটতা বিস্তার না করলেও গুরু-বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ-ফলে হরিভক্তি হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে পুনরায় সংসার-বাসনা লাভ করে।

যখন আমরা শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে তর্কপথ আবাহন করি, যখন আমরা নিজেদের অক্ষজজ্ঞানে গুরুকে মাপতে যাই, শ্রীগুরুদেবের অনুসরণ না ক'রে অনুকরণ করি, তখনই আমাদের অমঙ্গল বা সর্ব্বনাশ হ'য়ে থাকে। এসব দুর্ব্বুদ্ধি ছেড়ে দিয়ে যখন শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণকরি, তখনই আমাদের মঙ্গল হয়।

অর্থ, বিদ্যা, যোগ্যতা, পাণ্ডিত্য ও বাহাদুরির গরম ভগবদ্ভক্তেরজীবনের প্রয়োজনীয় বিষয় নহে। কারণ তদ্দ্বারা গুরু-বৈষ্ণব-লঙ্ঘনজনিত অপরাধই হয়। তৎফলে জীব গুরুকৃষ্ণ-সেবা হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে থাকে।

প্রঃ মঠ-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কি?

উঃ সাধারণ লোকের অনুগ্রহের উপর কিন্তু মঠ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। শুদ্ধ ভক্তগণের ভজনোন্নতির জন্যই মঠ প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন দ্বারাই শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা হয়। যজ্ঞৈঃসংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ—শ্লোকেই তাহার প্রমাণ। শ্রীকৃষ্ণের গৌরলীলার আদর্শ জীবের একমাত্র মঙ্গলের পথ।

ভোগী ও ত্যাগীর মন যোগাইবার জন্য মঠ করা হয় নাই; পরন্তু শুদ্ধভক্তিপ্রচারের জন্যই মঠ স্থাপিত হইয়াছে। মঠস্থাপনরূপ হরিসেবাদ্বারা আমাদের মঙ্গল হইবে।

কেবল দুই একটী টাকা দ্বারা মঠের উপকার পাওয়াই আমাদের সম্বল নহে। বাজে লোকের নিকট হইতে সাহায্য লইবার জন্য আমাদের আগ্রহান্বিত হওয়া উচিত নহে। পরন্তু নিখুঁত সত্যকথা বলিয়া যদি কাহারও উপকার করিতে পার, তবেই কৃষ্ণসেবাময় মঠের সেবা করিয়া ধন্য হইবে।

লোক অনেক সময় আমাদের সহিত কপটতা খেলিবে। ঐগুলিকে ভগবানের পরীক্ষা জানিবে। জীবের সৌভাগ্য না থাকিলে দুষ্পারা মায়াকে অতিক্রম করা কঠিন। মায়াবাদী ও ভোগী উভয়েই বদ্ধজীব। হরিপ্রসন্নজনগণই কৃষ্ণভক্তের কৃপায় হিতাহিতজ্ঞানবিশিষ্ট। অনেকেই ভোগপ্রাধান্যে চালিত হইয়া সত্যের উপলব্ধি হইতে বিরত হয়, জানিও।

শীঘ্রই গয়ায় গিয়া প্রবলভাবে প্রচার করিবার ইচ্ছা আছে। কৃষ্ণেচ্ছা হইলে উহা নিশ্চয়ই কার্য্যে পরিণত হইবে।

সমস্যা ও সমাধান

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের পৌষমাসে নবদ্বীপ শহরে প্রদত্ত বক্তৃতাবলম্বনে ১৯৫৫

বর্ত্তমান ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু বহির্ম্মুখ বিশ্বপরিস্থিতির প্রধান সমস্যাগুলি সমাধানের উপায়স্বরূপ peaceful coexistenceএর কথা বলিয়াছেন। সমরোন্মুখ জাতিসমূহের মত্ততায় বিশ্বশান্তি সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা—ইহা সকলেই স্বীকার করেন। Peaceful coexistence নীতি to the point অনুঃস্বত হইলে কোটী কোটী মুদ্রাব্যয়ের দ্বারা সমর-সম্ভার সংগ্রহ, সৈন্যবিভাগে বা দেশরক্ষা বিভাগে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়োগের কোন প্রয়োজনীয়তাই থাকে না; অধিকন্তু সেই সমস্ত অর্থ নিজ নিজ দেশ উন্নয়ন কার্য্যে নিযুক্ত করিলে, দেশ সমৃদ্ধিশালী হইবে এবং দেশের জনসাধারণ শান্তিতে বসবাস করিতে পারিবে। উক্ত নীতি অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করিলে জনসাধারণের সুবিধার্থে নিযুক্ত পুলিশবাহিনীরও প্রয়োজন হ্রাস হইবে,—ইহা সত্য কথা। মানব-মেধায় বর্ত্তমানে ইহা অসম্ভব মনে হইলেও ইহা শান্তির ও ভারতীয় রাজনীতির একটি সূত্র।

এখন দেখিতে হইবে উক্ত নীতির মূল কোথায়? নিরপেক্ষ সূক্ষ্মর্শির চক্ষে সহজেই ধরা পড়ে—ইহার মূল হইতেছে অন্তর-জগৎ-সম্বন্ধ বা ঈশ্বর-বিশ্বাস। জীব অন্তর্ম্মুখী বৃত্তি বা ধর্ম্মজ্ঞানের দ্বারা চালিত না হইলে peaceful coexistence নীতির অনুসরণ করিতে পারে না। অর্থাৎ negative জগতে ততক্ষণ পর্য্যন্ত শান্তির সম্ভাবনাই হয় না—যতক্ষণ না positive জগতের সঙ্গে জীব সম্বন্ধযুক্ত হয়। আর positive জগতের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হইলে Negative জগতের ছোট-বড়, লাভ-লোক্সান্, সুখ-দুঃখ জয়-পরাজয়—সমস্তই অকিঞ্চিৎকর মনে হইয়া থাকে।

পারমার্থিক ইতিহাস পাঠে জানা যায়—তত্ত্বদর্শী মহাত্মাগণ এই নশ্বর জগতে বা বহির্জগতে বস-বাসের পাকাপোক্ত ব্যবস্থার দিকে মনোযাগ না দিয়ে, কিভাবে অন্তর জগতের বা নিত্য-জগতের Membership লাভ করা যায়, সেই দিকেই তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টা নিয়োগ করিতেন এবং সাফল্যলাভও করিতেন। এজগতে যতটুকু বস্তু বা পদার্থ জীবনযাত্রার জন্য সহজপ্রাপ্য—সেইটুকুই স্বীকার করিতেন। যেখান হইতে আজই হউক আর দু'দিন পরেই হউক—বিদায় লইতেই হইবে,—সেই পান্থশালা সদৃশ জগতে পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত করায় কোন স্থায়ী লাভের সম্ভাবনা নাই, পরন্তু দুঃখের মাত্রাই বৃদ্ধি করা হয়। এরূপ মহাত্মা চরিত্রও ইতিহাস প্রসিদ্ধ--যাঁহারা বহুযুগ পরমায়ু লাভ করিয়াও তাহা অসীমকালের তুলনায় ক্ষণকাল বোধে বৃক্ষতলে বাস করিয়া নিত্যজগৎ-ভ্রমণের সোপান রচনা করিতেন। আবার কোন মহাত্মা বস্ত্রাদি সংগ্রহ চেষ্টাকেও বৃথা কালক্ষেপ মনে করিয়া দিগ্বসনেই থাকিতেন।

ইহা সেই মহৎ সংস্কৃতির দেশ। অতএব দেখিতে হইবে আমাদের সমস্যা ও তাহর সমাধান কি ? Peaceful existence নীতির দ্বারা এই জগৎ-সমস্যার উগ্রতা তৎকালিক প্রশমিত হইলেও তাহা যে চিরকালের জন্য নহে—ইহা বলাই বাহুল্য। কেননা সমস্যা যাহা দ্বারা রচিত বা গঠিত সেই বস্তুটী জ্ঞান ইচ্ছা ও ক্রিয়া সত্ত্বা সম্পন্ন, অর্থাৎ চেতন।

ভাত কাপড়ের সমস্যাই কিছু সমস্যা নয়। যে দেশে ভাত-কাপড় আছে, প্রচুর অর্থাদি আছে, তাহারাও সমস্যার হাত এড়াইতে পারেন নাই। অশান্তি সেখানেও কম নহে। বর্ত্তমানে আমেরিকা সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী দেশ; কিন্তু সেদিকে একটু দৃষ্টি দিলেই দেখবেন—সেখানকার সবচেয়ে যাঁরা ধনী বলে প্রসিদ্ধ তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার ভোগৈশ্বর্য্যে ডুবে আছেন, তাঁহাদের আত্মহত্যার সংখ্যা পৃথিবীর সব দেশের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। অতএব দেখিতে হইবে গলদ কোথায় ? অন্নহীনের কাছে অন্নের আশা বা শান্তিহীনের কাছে শান্তির আশা যেমন অর্থহীন, সমস্যাগ্রস্ত জীবের কাছে সমস্যার সমাধানের আশাও তদ্রূপ অমূলক। কিন্তু সকল সমস্যার সমাধান প্রদান ক'রেছেন সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ ভগবান্ বেদব্যাস—ঋষিনীতির সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে অবস্থিত পুরাণসূর্য্য শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীভগবদ্গীতার মাধ্যমে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বা শ্রীমদ্ভাগবত—সমস্যার চরম অবস্থার সমাধান প্রদানের জন্য আবির্ভূত। আমরা মহাত্মা ভীষ্ম-বাক্যে জানিতে পারি, মহাবীর অর্জ্জুন—যিনি এক মুহূর্ত্তের মধ্যে অষ্টাদশ অক্ষৌহিনীপূর্ণ সমস্ত সমর-ক্ষেত্রের সমাধান এনে দিতে পারেন,—তিনি যখন সর্ব্ববল সম্পন্ন, নিগ্রহ অনুগ্রহ সমর্থ হইয়াও নিজেই সমস্যার সমাধানে ব্যাকুল—তখনই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আবির্ভাব। অপরপক্ষে যিনি দেশের সমস্ত সমাধানের মালিক, হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা বলিয়া পূজিত, তিনি যখন বুঝতে পারলেন, সাতদিনের নোটীশে এ জগৎই ছেড়ে যেতে হবে—তখন তাঁর সমস্যার গুরুত্বের কথা ভেবে দেখুন ; দেখবেন—সমস্ত সমস্যার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে তাঁর সমস্যায়; সেই সময় যিনি সুষ্ঠুরূপে সমাধান দিতে আবির্ভূত—তিনিই 'শোকমোহ-ভয়াপহা' শ্রীমদ্ভাগবত।

শ্রীমদ্ভাগবত বা ভগবদ্গীতা কোন সাম্প্রদায়িক ভাবধারা পোষণ করেন নাই। সার্ব্বজনীন ভাবে আমাদের সমাধান প্রদান ক'রেছেন। সর্ব্বপ্রকারে সমস্যাগ্রস্ত হলেও যে বস্তু আমাদিগকে প্রকৃত শান্তি প্রদান করিতে পারে, তাহাই প্রদান করিয়াছেন। এইজন্য ঐ দুই সূর্য্য সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে এখনো সসম্মানে বিরাজিত।

শ্রীমদ্ভাগবতের কথাই ধরুন। পরীক্ষিত মহারাজ যখন চরম বিপদাবস্থা প্রাপ্ত এবং বিভিন্ন মনীষী —ঋষিগণের বিভিন্ন মতবাদে কিংকর্ত্তবাবিমূঢ়াবস্থায় মহাচিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন, তখনই যদৃচ্ছাগত শুকদেবের আগমন। পরীক্ষিতের প্রশ্ন কিছু দল বিশেষের বা জাতি বিশেষের প্রশ্ন নয়—শুধু মানুষেরও নয়— সমস্ত জীব-চৈতন্যের প্রশ্ন। সেই চরম মুহূর্ত্তে তাঁহার একমাত্র প্রশ্ন—কি প্রকার অনুষ্ঠানের দ্বারা এই অত্যল্প সময়ে পরমমঙ্গল—পরাশান্তি লাভ করিতে পারা যায়। কিভাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রেয়ঃলাভ করা সম্ভব।

সমস্যাযুক্ত পরীক্ষিৎ—সমাধানপ্রদাতা শুকদেব।

একজন সমস্যার চরমাবস্থায় উপনীত, অপর—সমাধানের চরমাবস্থালব্ধ। এবিষয়ে শ্রীমদ্ভাগাবতের আখ্যায়িকা পাঠ

করিলে আরও সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

পরীক্ষিতের প্রশ্ন শুনে সন্তুষ্ট হ'য়ে আব্রহ্মস্তম্ভপূজিত আত্মারাম শ্রীশুকদেব বলছেন—হে রাজন। আপনার এই প্রশ্ন, শুধু আপনারই নয়, ইহা সমস্ত জগতের প্রশ্ন এবং ইহাই প্রকৃত প্রশ্ন।

শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র। নৃণাং সন্তিসহস্তশঃ।
অপশ্যতামাত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্॥
(শ্রীমদ্ভাগবত)

এজগতের পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, হ'তে বিভিন্ন স্তরের মানব পর্য্যন্ত সকলেই নিজ প্রয়োজনে ব্যস্ত, আহার নিদ্রা ইন্দ্রিয়তর্পণ প্রভৃতিই এদের প্রয়োজন, আর প্রয়োজনের খাতিরেই যত সমস্যার উৎপত্তি। কিন্তু এরা সকলেই অনাত্মবিৎ। কেন না আত্মবিতের প্রোগ্রাম একটিই। যারা নিজেকে দেখতে পায় নাই—যারা নিজের প্রয়োজন দেখতেই শেখে নাই—তাহারাই স্বীকার করবে ঐগুলিকে প্রয়োজন বলে। কিন্তু যারা নিজেকে জানে, নিজের প্রয়োজন যথাযথ ভাবে জানে, তারা আপনার এই প্রশ্নকেই প্রকৃত প্রশ্ন বা একমাত্র প্রশ্ন বলে স্বীকার করবে। অনাত্মবিতের প্রোগ্রাম চিরদিনই আগের জন্য বুকড্ হয়ে থাকবেই, কেন না তারা—"গৃহেষু গৃহমেধিনাম"।

আত্মবিৎ-এর একমাত্র প্রোগ্রাম্—অবিদ্যার হাত হ'তে উদ্ধার পাওয়া। যে ব্যক্তি জলে ডুবে গেছে তার প্রোগ্রাম্—তার সমস্ত চেষ্টাই হবে কিভাবে বাঁচতে পারা যায়। এজগতের উন্নতির জন্য যত প্রকার বহির্ম্মুখী প্রচেষ্টাই চলুক্—সমস্ত প্রচেষ্টাই মৃত্যুর এপারে থেকে যাবে। "অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ"। কেবল মোহগ্রস্ত হ'য়ে দেহ হ'তে দেহে ছুটাছুটী করা আর জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করা ছাড়া অনাত্মবিদের অন্য কোন ফলই লাভ হয় না। সমস্ত চেতনই অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হ'য়ে দেহাত্মহং বুদ্ধি নিয়ে অনন্তকাল ধ'রে জন্ম মৃত্যুর অধীনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই অবস্থার হাত হতে ইমিডিয়েট্ রিলিফ্—অর্থবল, জনবল, সমরোপকরণ যতই বাড়ুক্ না কেন তাহার দ্বারা—পাওয়া যাবে না। বাড়ী-ঘড়, ধন-দৌলত, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু- বান্ধব—কিছুই আমার নয়। এমনকি দেহটাও নয়। এ দেহাদিতে 'আমি' বা 'আমার' বুদ্ধিই—পশুবুদ্ধি। যতদিন এই গুলিতে আমি বা আমার বুদ্ধি থাকবে, ততদিন আমার সমস্যাও থাকবেই। জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি—ততদিন আমাকে ভেল্কি লাগিয়ে দেহ হতে দেহান্তরে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবে ; এবং তাদের হাত হতে রেহাই পাবার পথও ঐ ভাবে অনন্তকালেও আবিষ্কার করতে পারা যাবে না।

ভাগবত বলেছেন—তোমরা ভাল করে সমস্যা দেখতেই শেখ নাই। সমস্যা দেখার পথ হচ্ছে—'স্বপ্নে যথা শিরশ্ছেদঃ।' যে ব্যক্তি ঘুমন্তাবস্থায় স্বপ্নে 'বাঘে ধরেছে' বলে চিৎকার করে, তাকে জাগিয়ে দিলেই সমাধান হয়ে যায় ; জাগলেই সে দেখবে সবই ঠিক আছে। দেখবে যে জন্য দিবারাত্র রিলিফের আশায় সহস্র প্রোগ্রামের মধ্যে ডুবে থাকতে হয়—সে গুলি কাহারও প্রবলেম্ই নয়। শুকদেব বলেছেন—'ত্বন্তু রাজন্ মরিষ্যেতি পশুবুদ্ধিঃ'—অর্থাৎ মরাটা এনিমেল্ কন্সেফ্সন্। তুমি মর না—ওন্ট্ ডাই। হাজার রকমের সমস্যা তোমার নাই। ব্যাক্ টু গড্—আত্মস্থ হও। মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ'—অন্যথারূপ পরিত্যাগ কর। তুমি চিদাকাশের মেম্বর। যেটাকে তুমি অমৃত বলে ভাব্ছ—সেটা বিষ। যেটাকে তুমি সুখ-দুঃখ আমার-তোমার বলে মনে করছ–সেগুলি কিছুই নয়। সমস্তই অবিদ্যা। "অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং গময় ; অবিদ্যাকে পিছনে ফেলে আলোর দিকে এগিয়ে চল। জড় হ'তে চেতনের দিকে অভিযান কর—আবর্জ্জনার হাত হতে বাঁচবে। টু মেক্ দি বেষ্ট্ অফ্ এ ব্যাড্ বার্গেইন্।

প্রাচ্য হ'তে পাশ্চাত্য জগতের সমস্ত আত্মানুভবকর্ত্তৃগণেরই (সক্রেটিশ প্রভৃতিও) ঐ এক কথা। সকলেই বলেন—চিলের পিছনে না ছুটে একবার কানে হাত দিয়ে দেখ। বেদাদিতে অবিদ্যাগ্রস্ত জীবগণকে–বিক্ষিপ্তমতি পাগলকে 'সেল্ফ্ সেণ্টার্' করার জন্য বহুপ্রকার সংস্কারের উল্লেখ র'য়েছে। অসংস্কৃত জীবকে সেই সমস্ত সংস্কারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ক'রে আত্মজগতে উন্নীত ক'রতে পারলেই সে তখন নিজের নিজত্ব উপলব্ধি করতে পারে। "যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্। ততো ততো নিয়ম্যেতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥" সর্ব্বপ্রকারের চেষ্টাই

হচ্ছে–'স্যাডো' হ'তে 'সাবষ্টেন্সের' দিকে—'ফেনমেনা' হ'তে 'রিয়েলিটির' দিকে–একমুখী অভিযান এবং একেই বলে প্রকৃত ভূতশুদ্ধি। ভূতশুদ্ধি হলেই সব সমাধান হ'য়ে যাবে। ...

শুদ্ধজ্ঞানে এখানকার অবস্থিতি নাকচ্ করতে পারলেও ভাবী জগতের সম্বন্ধে বা প্রাপ্তি বিষয়েও আবার সমস্যা এসে পড়ে। অতএব এখন সেই সম্বন্ধে যৎসামান্য ব'লে আমার বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি।

জড় হ'তে চেতনের দিকে অভিযান ব্যাপারে বিভিন্ন আচার্য্যগণের বিভিন্ন পন্থা দেখা যায়। কিন্তু মহাকাশের নক্ষত্রসমূহ এখান হ'তে একই 'প্লেনে' দেখা গেলেও তাহাদের তফাৎ যেমন বহু সহস্র 'লাইট্ ইয়ার্', তদ্রূপ আচার্য্যগণের দানেরও প্রচুর তারতম্য বিদ্যমান। আর সেইগুলি যথাযথ ভাবে বুঝতে পারলে তখন শ্রীচৈতন্যদেবের দানের বৈশিষ্ট্য আমাদের হৃদয়ঙ্গম হবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের রামানন্দ সংবাদে আমি আমার এই সমস্ত বিষয়ের সমাধান সুন্দর রূপে পেয়েছি। আপনারা সদনুগত হ'য়ে চরিতামৃতের অষ্টম অধ্যায়টি পাঠ করলেই পরিষ্কার বুঝতে পারবেন।

প্রাপ্তির স্তরভেদানুসারে প্রাপ্ত্যুপায়েরও স্তরভেদ র'য়েছে। আচার্য্যগণও সে বিষয়ে নিজ নিজ অনুভূতি ও নিষ্ঠানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন আলোক সম্পাতের দ্বারা জীবজগতের শুভাকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের মহাবদান্যতার অপূর্ব্ব প্রভায় সমস্তই পরিপূর্ণ ম্লানতা প্রাপ্ত। অনাদিরাদি পরমেশ্বর সর্ব্বকারণ-কারণ সচ্চিদানন্দময় ভগবান্ নিজেকে নিঃশেষে বিতরণ করবার্ জন্য—সাধ্যের চরমপ্রাপ্তির উপায় যখন নিজমুখে কীর্ত্তন ও নিজে আচরণমুখে শিক্ষাপ্রদানপূর্ব্বক স্বরূপ প্রকট করেন, তখনই তাঁর কৃপায় তাঁহাকে 'স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতারী ভগবান্' রূপে অনুভব হয় এবং তখনই শ্রীরূপোক্ত প্রণাম মন্ত্রে—"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ"—নিজেকে নিবেদন করিয়া ধন্য হইতে পারি। সেই শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃতের নির্য্যাসের উৎকর্ষতাই ধারাবাহিকরূপে আমরা রামানন্দ সংবাদে সংক্ষেপে দেখিতে পাই।

নরলীল মহাপ্রভু বললেন—"পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়"। কিসের জন্য জীবসকল নিজের সমস্ত চেষ্টাকে নিয়োজিত করবে, সেইটি তুমি 'অথরিটি'র দ্বারা প্রমাণ কর। এই সাধ্যবিষয়ে প্রশ্নটুকু বহুজন্মের ভাগ্যফলে জীবের হৃদয়ে উদিত হয়। বেদান্তদর্শনের "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই প্রথম সূত্রের ভাষাপ্রসঙ্গে আচার্য্যগণ আমাদিগকে সেকথা বিশদ ও স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন। মহাপ্রভু এখানে সেই প্রশ্নের উত্তর খোলাখুলি ভাবে রামরায়ের কাছ হ'তে শুনতে চাচ্ছেন। কেন? "স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥" আবার শুধু মুখের কথাতেই নয়, শাস্ত্র যুক্তির দ্বারা অথরিটির দ্বারা প্রমাণ করতে বলছেন। রামানন্দও মহাপ্রভুর কথার উত্তর প্রদানমুখে সেইরূপ গম্ভীর বিভিন্ন মতবাদের উত্থাপন ও সমাধান করতে করতে ক্রমশঃই চরম-সাধ্যের শেষ সীমায় উপনীত হইতেছেন।

"রায় কহে—স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়।" স্বধর্ম্ম কি? বর্ণাশ্রম বিহিত নিজের কর্ত্তব্য পালন। সাধ্য—বিষ্ণুভক্তি। বিষ্ণু কে? বিশ্বং ব্যাপ্নোতি। ক্ষেত্রের মধ্যে ক্ষেত্রজ্ঞ, শরীরের মধ্যে আত্মা—আর আত্মার আত্মা হচ্ছেন বিষ্ণু। তিনিই 'ওনার্', সমগ্র জগতের 'ইন্টারনেল্ সাবসটেন্স্'। অনোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্। তাঁকে পরিতুষ্ট করাই সাধ্যতত্ত্ব। রায় রামানন্দ এখানে নীতিবাদিগণের পক্ষ অবলম্বন ক'রে বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রম ধর্ম্ম পালনের দ্বারাই সেই বিষ্ণুভক্তি হয় বলে সাধ্যপ্রমাণ বললেন। কিন্তু বর্ণাশ্রমের মাধ্যমে সম্বন্ধোপলব্ধি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত ব'লে মহাপ্রভু বললেন, "এহো বাহ্য আগে

কহ আর।" অর্থাৎ এগুলি অত্যন্ত বহির্ম্মুখদের জন্য। ইহা ছ'মাসের রাস্তা ; অতএব 'ডাইরেক্ট্ এপ্রোজের' কথা বল। তখন "রায় কহে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্যসার" ॥ প্রভু কহে, এহো বাহ্য আগে কহ আর। রায় কহে স্বধর্ম্মত্যাগ এই সাধ্য সার ॥" প্রভু কহে, এহো বাহ্য আগে কহ আর। রায় কহে, জ্ঞানমিশ্রাভক্তি সাধ্যসার ॥" ... কর্ম্মমিশ্রাভক্তি

নৈষ্কর্ম্ম্য বা জ্ঞানমিশ্রাভক্তি ইহার কোনটাই প্রকৃত সাধ্য বা সাধন নাহে। উত্তরোত্তর 'এড্ভান্স ষ্টেজের' কথা থাকলেও প্রত্যেকটিতেই নিজের বুঝ্দার্ বা মাপ্দার্ ভাব র'য়েছে। প্রত্যেকটিতেই মায়ার স্পর্শ আছে। কিন্তু যখন "রায় কহে জ্ঞানশূন্যাভক্তি সাধ্যসার।" তখন মহাপ্রভু বললেন—"এহো হয়" অর্থাৎ এইবার প্রকৃতপথে আসা হয়েছে। জ্ঞানশূন্যাভক্তি থেকেই প্রকৃত ভক্তির আরম্ভ। বাইবেলেও দেখা যায়, জ্ঞানবৃক্ষের ফলই পতনের কারণ। সব জিনিষ আমার বোঝা চাই —এটা অগ্রাহ্য করতে হবে। যেহেতু মেপে নেওয়া বুদ্ধিই দুষ্ট বুদ্ধি। আমার এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের দ্বারা তাঁকে ত'দূরের কথা, একটু অণু-পরমাণুকে মেপে শেষ করার ক্ষমতা নাই। এই জন্য ভাগবতের প্রমাণ দিয়ে বলছেন—"জ্ঞানেপ্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি"। তোমার বুঝে নেবার কতটুকুই বা ক্ষমতা আর কি-ই বা বোঝ। তোমার চেয়ে কোটীগুণ অনন্তগুণ তোমার মঙ্গল বুঝিবার লোক আছে, তুমি কেবল তোমার বুঝ্দার ভাবকে (উদপাস্য) ঘৃণাপূর্ব্বক পরিত্যাগ ক'রে 'নমন্ত এব জীবন্তি' এই পন্থা অবলম্বন কর। দেখবে— বিদ্যুদযানের মত লিফটের মত বৈকুণ্ঠ ভুমিকায় তুমি উন্নীত হয়ে যাবে। যেটা তোমার বাধক ছিল, দেখবে সেইটাই তোমার সাধক হয়েছে। আর কি "সম্মুখরিতাং ভবদীয় বার্ত্তাম্"। 'সাবমিসিব্ ইয়ারিং' দিতে শিখলেই দেখবে, তোমার চুরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ শেষ হ'য়ে গেছে। আর 'ইয়ারিং' দিতে হবে কোথায় ? যিনি 'প্রপারলি গাইড্' করতে পারেন তাঁর কাছে। প্রকৃত 'গাইডেন্স্ প্রপার্' দরকার। এইটাই তোমায় বাঁচাবে। "স্থানে স্থিতাঃ" তুমি যে কোন অবস্থাতেই থাক, সেইখান হ'তেই 'এটেণ্ড্' কর— দেখবে সব পরিষ্কার হ'য়ে গেছে। কেন না সাধুমুখ নিঃসৃত ভগবৎকথাই একমাত্র বাঁচাতে পারে। যিনি এইভাবে চলেন, তাঁর দ্বারা ভগবান্ যতই দুর্ভেদ্য, দুল্লর্ভ, অজিততত্ত্ব হোন না কেন—জিত হন। ভগবদুক্তির সর্ব্বত্রই রয়েছে—"ভক্ত্যাহমেকয়াগ্রাহ্যম্"। সাধুসঙ্গে জ্ঞানশূন্যা ভক্তির আশ্রয়ে অত্যন্ত সাধারণ লোকেরও ভজায়েগবৎপ্রাপ্তি হয়, অন্যথায় ইন্টেলেক্চুয়েল্ জায়েন্ট,'ও পারে না। এইজন্য বলদেব বিদ্যাভূষণ বেদান্তের

ভাষ্যে সাধুসঙ্গের কথা প্রমাণ দিয়ে প্রমাণ ক'রেছেন। সাধু হচ্ছেন 'লিভিং সোরস্'। কোন গুন না থাকলেও সাধুসঙ্গের প্রভাবে "সৈর্ব্বগুর্ণৈস্তত্র সমাসতে"। সাধুসঙ্গের প্রভাব অত্যন্ত ঘৃণ্যকেও ভগবৎসেবোপকরণ ক'রে তোলে। পূজ্য বা সেব্য-দর্শনই প্রকৃত বৈকুণ্ঠ-দর্শন। 'মিস্ মেও' প্রভৃতি অনেকেই এই পূজা জিনিষের কদর্য্যভাব প্রচার করলেও প্রকৃতপক্ষে তারা পূজার বাতাস পর্য্যন্ত পায় নাই; পূজা তত্ত্ব হতে তারা চিরদিনই সহস্র সহস্র যোজন দূরে থাকবে। প্রকৃত পূজ্য বুদ্ধি নিয়ে যে 'এপ্রোচ্' করতে পারে, তার কোন ভয়ই থাকে না। ভয় নিজেই তা'কে দেখে পালিয়ে যায়। যায় আশ্রয়ে থাকলে সমস্ত কুৎসিৎ ভাব সমস্ত কুৎসিৎ বিচার প্রকৃষ্টরূপে ধ্বংস হয়ে যায়—সেই পূজ্যবুদ্ধিই মায়িক দর্শন হ'তে নিষ্কৃতি পাবার একমাত্র উপায়। ভাগবতের "বিক্রীড়িতং ব্রজবধু" শ্লোকে আমরা সেই শিক্ষাই লাভ করি। তোমার কুদর্শন, তোমার ব্যাধি, তোমার 'হাটর্ডিজিজ্' কাম—একেবারে সেরে যাবে, যদি পূজ্যবুদ্ধির আশ্রিত হ'তে পার। যাঁরা লিঙ্গপুরাণাদি রচনা ক'রেছেন, তাঁদের কি তোমার মত এটুকু কাণ্ডজ্ঞানও ছিলনা—না, তোমাদের চেয়ে তাঁদের বিদ্যা, বুদ্ধি কিছু কম ছিল? কিন্তু তবুও তাঁরা লিখেছেন—তবুও তাঁরা শোক-মোহ দ্বন্দ্বাতীত ভূমিকা হ'তে আমাদের মঙ্গলের জন্যই লিখেছেন—কেন? না—আমাদের জুজু'র ভয় হ'তে রেহাই দেবার জন্য—আমাদের ভোগ্যদর্শনের চির সমাধি দেবার জন্য—আমাদের প্রাকৃত বিচার নিরাস করার জন্য। পাছে জীবের ভগবত্তত্ত্বে প্রাকৃত ভাব আসে, সেইজন্য ব্রহ্মজ্ঞ আত্মারাম শুকদেব গোস্বামী অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, অগস্ত্য, প্রভৃতি প্রধান প্রধান ধর্ম্মনেতৃবর্গের মহান্ সভায় প্রথমেই নিজের পরিচয় প্রদানমুখে সাবধান করে দিচ্ছেন যে—নিগুর্ণে পরিনিষ্ঠিত আমার পরিচয় আপনারা সকলেই জানেন, অতএব মনে রাখবেন—আমার মত ব্যক্তিও যাঁর চরিতগাথায় মুগ্ধ হয়ে আকৃষ্ট হ'য়ে সমস্ত ভুলেছে, তাহা প্রাকৃত পুরুষের কামময়ী চরিতগাথা বিশেষ বা সাধারণ কথা নহে। আমি এ দুনিয়ার কিছু বলি না বা বলবো না বা বলছি না। আমি সেই বস্তুর কথা আপনাদের পরিবেশন করছি, যাঁর চরণে অর্পণ বিনা—"তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো, মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ" কোন মঙ্গলই লাভ করতে পারে না। এই বলে তিনি তুরীয় ভূমিকার অবতারণা করলেন। অতএব যাঁরা প্রাকৃত বুদ্ধিতে কৃষ্ণকে বা তদীয় লীলাকে দর্শন করেন, তাঁরা শুধু বঞ্চিতই হন না, পরন্তু মহা অপরাধ করেন এবং তাঁদের কাছে শ্রীচৈতন্যদর্শন চিরদিনই আত্মগোপন ক'রে থাকেন।

ভগবান্ তুরীয় বস্তু। তাঁর সমস্তই "সত্যং শিবং সুন্দরম্"। শ্রীচৈতন্যদেব সর্ব্বতোভাবে সেই সুন্দরেরই আরাধনার কথা জগৎকে জানায়েছেন, আর আরাধনা প্রণালীও এরূপ সুন্দর যে, যে কোন ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যপ্রদর্শিত পন্থায় "গোবিন্দাভিধমিন্দিরাশ্রিতপদং হস্তস্থরত্নাদিবৎ" লাভ করতে পারে। ভগবান্ তাঁর ক্রীড়াপুত্তলী হ'য়ে যান। এবং সেইখানেই সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভগবানের ভগবত্তার চরম প্রকাশ। সেইজন্য কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—"কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা। ভগবৎ স্বরূপের 'ফুলেষ্ট এড্জাষ্টমেণ্ট' হচ্ছে—'সর্ব্বোত্তম নরলীলা',— যেখানে তাঁকে "অতুলং শ্যামসুন্দরম্" রূপে 'অল্ একমোডেটিভ্' রূপে পেয়ে ভক্তগণ আশ্রিতগণ নিত্যকাল পূর্ণ পঞ্চরসে সেবা করেন এবং তাহাই চরম প্রাপ্তি-সীমা। যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র সেই সুদুর্ল্লভ বস্তুকে—অসাধ্যধনকে অত্যন্ত সুলভ ক'রে দিয়েছেন, এইজন্য তিনিই একমাত্র মহাবদান্য। এই জন্যই শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ অত্যন্ত কাকুতি করে মিনতি করে জগৎজীবকে তাঁর চরণে শরণাগতি বিধানের জন্য কাতর আহ্বান করে বলেছেন:

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহংব্রবীমি।
হে সাধবঃ! সকলমেব বিহায় দূরাচ্
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

সারগ্রহী শরণাগত বৈষ্ণব হন

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর
কল্যাণকল্পতরু
উপদেশ ১৫

দেখ মন, ব্রতে যেন না হও আচ্ছন্ন।
কৃষ্ণভক্তি আশা করি', আছ নানা ব্রত ধরি',
রাধাকৃষ্ণ করিতে প্রসন্ন ॥
ভক্তি যে সহজ তত্ত্ব, চিত্তে তা'র আছে সত্ত্ব,
তাহার সমৃদ্ধি তব আশ।
দেখিবে বিচার করি', সু-কিঠন ব্রত ধরি',
সহজের না কর বিনাশ ॥
কৃষ্ণ-অর্থে কায়ক্লেশ, তা'র ফল আছে শেষ,
কিন্তু তাহা সামান্য না হয়।
ভক্তির বাধক হ'লে ভক্তি আর নাহি ফলে,
তপঃফল হইবে নিশ্চয় ॥
কিন্তু ভেবে দেখ ভাই, তপস্যায় কাজ নাই,
যদি হরি আরাধিত হ'ন।
ভক্তি যদি না ফলিল, তপস্যার তুচ্ছ ফল,
বৈষ্ণব না লয় কদাচন ॥
ইহাতে যে গূঢ় মর্ম্ম, বুঝ বৈষ্ণবের ধর্ম্ম,
পাত্রভেদে অধিকার ভিন্ন।
বিনোদের নিবেদন, বিধিমুক্ত অনুক্ষণ,
সারগ্রহী শ্রীকৃষ্ণপ্রপন্ন ॥

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ (ভারতীয় কেন্দ্রসমূহ)

সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র
কোলেরগঞ্জ, নবদ্বীপ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ
পিন নং- ৭৪১৩০২ ফোন- ৯৮৫১১৯৩৩৯১

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
৪৮৭ দমদম পার্ক, কলিকাতা- ৭০০ ০৫৫
ফোন- (০৩৩) ২৫৯০-৯১৯৫

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
কৈখালি চিড়িয়ামোড়, উত্তর চব্বিশ পরগণা
পোঃ- এয়ারপোর্ট, কলিকাতা- ৭০০ ০৫২
ফোন- (০৩৩) ২৫৯৩-৫৪২৮

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
বিধবা আশ্রম রোড়, গৌরবাটসাহী, পুরী, উড়িষ্যা,
পিন নং- ৭৫২০০১ ফোন- (০৬৭৫২) ২৩১৪১৩

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
১১৩ সেবাকুঞ্জ রোড়, বৃন্দাবন, মথুরা, উত্তর প্রদেশ,
পিন নং- ২৮১১২১, ফোন- (০৫৬৫) ২৪৫৬৭৭৮

শ্রীশ্রীধরস্বামী সেবাশ্রম
দসবিসা, পোঃ- গোবর্দ্ধন, মথুরা, উত্তর প্রদেশ,
পিন নং- ২৮১৫০২, ফোন- (০৫৬৫) ২৮১৫৪৯৫

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
গর্ভবাস (একচক্রা ধাম)
গ্রাম ও পোঃ- বীরচন্দ্রপুর, জেলা- বীরভূম,
পশ্চিমবঙ্গ, পিন নং- ৭৩১২৪৫

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
হাদার পাড়া, নিউ পাল পাড়া, ১৫৫ নেজাজী সরণী,
শিলিগুড়ি - ৬, ফোন- (৩৫৩২৫) ৯২২০০৪

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত সংকীর্ত্তন মহামণ্ডল
গ্রাম ও পোঃ- নাদনঘাট, জেলা- বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গম

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
গ্রাম- জানাপাড়া, পোঃ- মেদিনীপুর,
জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গম

শ্রীল শ্রীধর গোবিন্দ সুন্দর ভক্তিযোগ কালচারাল সন্টার
২৩৯৪, ৩য় তল, ৬ং কক্ষ, তিলক ষ্ট্রীট, চুনামণ্ডী,
পহাড়গংজ, নীউ দিল্লী-১১০০৫

শ্রীশ্রীধরস্বামী ভক্তিযোগ কালচারাল সন্টার (মহিলা আশ্রম)
গ্রাম- শাশপুর, পোঃ- কালনা, জেলা- বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত আশ্রম
গ্রাম ও পোঃ- হাপানিয়া, জেলা- বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গম
ফোন- (০৩৪৫৩) ২৪৯৫০৫

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত শ্রীধর গোবিন্দ সেবাশ্রম
গ্রাম- বামুনপাড়া, পোঃ- খাঁপুর, জেলা- বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গম

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
গ্রাম- মহাদিয়া, পোঃ- কান্দী, জেলা- মুর্শীদবাদ, পশ্চিমবঙ্গম

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত সংকীর্ত্তন মহামণ্ডল
গ্রাম ও পোঃ- ইসলামপুর, জেলা- মুর্শীদবাদ, পশ্চিমবঙ্গম

শশ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
গ্রাম- চকফুলডুবি, পোঃ-সাগর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা,
পশ্চিমবঙ্গ, ফোন- ৯৭৭৫৩৮৪৬২৩

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
গ্রাম- ধুলাবারী, জেলা- ঝাপা, নেপাল
ফোন- ৯৮৪২৭৮৮৪৫৩

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (সম্পাদিত)
শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু (সম্পাদিত)
শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্
শ্রীপ্রেমধাম দেব-স্তোত্রম্
অমৃতবোদ্যা
শ্রীশিক্ষাষ্টক
শ্রীগুরুদেব ও তাঁর করুণা
প্রেমময় অন্বেষণ

শ্রীমঠ থেকে প্রকাশিত ও প্রাপ্তব্য অন্যান্য গ্রন্থাবলী

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
শ্রীচৈতন্যভাগবত
শরণাগতি
শ্রীগৌড়ীয়-গীতাঞ্জলী
শ্রীব্রহ্মসংহিতা
শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত
শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য
শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

প্রঃ শ্রীমঠে কি কৃষ্ণসংকীর্ত্তনাগ্নি সর্ব্বক্ষণ প্রজ্জ্বলিত রাখতে হবে ?

উঃ নিশ্চয়ই। প্রত্যেক মঠে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনাগ্নি নিরন্তর প্রজ্জ্বলিত থাকবে। তাহা যেন কখনও নির্ব্বাপিত না হয়, সেদিকে তীব্র দৃষ্টি রাখতে হবে। শ্রীমঠে কাম বা ইন্দ্রিতর্পণের কোন গন্ধ থাকবে না, শ্রীরাধাগোবিন্দের পরিপূর্ণ ইন্দ্রিয়তর্পণ সর্ব্বোপরি বিজয় লাভ করবে। সংকীর্ত্তনাগ্নির চেতোদর্পণ-মার্জ্জনকারী শিখা শ্রীমঠে প্রজ্জ্বলিত না থাকলে পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য, ছিদ্রান্বেষণ, কপটতা, মৎসরতা, বিদ্বেষ প্রভৃতি অনর্থ এসে আমাদের চিত্তকে কলুষিত করে ফেলবে, তৎফলে ভব-মহাদাবাগ্নি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হতে থাকবে।

কৃষ্ণসংকীর্ত্তনাগ্নি শ্রীমঠে ও হৃদয়ে অনুক্ষণ প্রজ্জ্বলিত না থাকলে ভবের মূলোৎপাটন ও তাহার চরম ফল প্রেমলাভ হবে না। এই কৃষ্ণসংকীর্ত্তনাগ্নি যাবতীয় অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, তপঃ প্রভৃতি সকলকে ভস্মসাৎ করে সর্ব্বোপরি বিজয় লাভ করবে। কুমেধাগণই অন্য সাধন ও সাধ্যের স্বীকার করেন কিন্তু সুমেধাগণ সংকির্ত্তন-যজ্ঞে মহাধ্যান, ত্রেতার মহাযজ্ঞ, দ্বাপরের মহার্চ্চন শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা হয় না, এ জন্য মহার্চ্চন শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন বিশেষ আবশ্যক। তাই মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকের প্রথমেই 'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্'—এই কথা বলেছেন।

—ভগবান্ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর